মূল শব্দাবলী
পরিবার
করুণা/যত্ন
স্নেহ/ভালবাসা

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

6 September 2024 / 2 Rabiul Awal 1446H

পারিবারিক জীবনে সুন্নাহ পালন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَبَانَ لِلنَّاسِ مَعَالِمَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، وَجَعَلَ لَهُمْ رُسُلًا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ، فَأَرْسَلَ مِنْهُمْ حَبِيْبَهُ مُحَمَّدًا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وُلِدَ النُّوْرُ بِمَوْلِدِهِ، وَبُعِثَتِ الْإِنْسَانِيَّةُ مِنْ ضَيَاعِهَا بِمَبْعَثِهِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

Dear blessed Friday congregation,

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আমি আজ আমার নিজেকে এবং উপস্থিত সকলকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার প্রতি তাকওয়া বাড়ানোর কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। কোরানের আলোকে আমরা যেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সকল কাজকর্ম শুদ্ধভাবে পরিচালনা করি। আর রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনের আলোকে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি বিশেষ করে আমাদের পারিবারিক জীবন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজ ১৪৪৬ হিজরী সাল রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় দিন। এই সারা মাস জুড়ে আমরা জুম্মার খুতবায় আমাদের রাসুল (সঃ) এর জীবনকে নানা দিক থেকে দেখার চেষ্টা করে তার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। কারণ তাঁর জীবন আমাদের সামনে একটি সত্যিকারের আদর্শ জীবন। সুরা আল আজহাবের ২১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

অর্থঃ *তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসুল (সঃ) এর জীবন অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।*

আসলেও, আমাদের রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জীবন থেকে আমরা নানারকম শিক্ষা লাভ করতে পারি। প্রথমে আমরা পারিবারিক ক্ষেত্রে যোগাযোগের সময় আমরা দেখব, রাসুলুল্লাহ (সঃ) কিভাবে তা করেছিলেন আমরা সেভাবেই তা অনুসরণ করার চেষ্টা করব কেননা দেখা গেছে ভালবাসা আর করুণার আলোতেই তাঁর পরিবার আলোকিত থাকত।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমাদের রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনের তিনটি দিক আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যেগুলি আমরা আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারি;

প্রথমতঃ <u>পরিবারের সকলের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর স্নেহ-মমতা</u>

আমাদের নবীজী তাঁর পরিবারের সকলের সহিত কেবল সদাচরণ প্রদর্শন করতেন, তা-ই নয়। তিনি সকলের প্রতি সবসময় আন্তরিক স্নেহ মমতাও প্রদর্শন করেছেন। সাইয়্যেদেনা আয়েশা (রাঃ) উল্লেখ করেছেন, " যখন আমার শরীর ভাল লাগত না, তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমার শরীরে হেলান দিয়ে বসে থাকতেন এবং কোরান শরীফ তেলাওয়াত করতেন"। (ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

এই হাদীসটি থেকে আমরা বুঝতে পারি আমাদের রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর স্ত্রীর প্রতি কতটা স্নেহপ্রবণ ছিলেন এবং যখন তাঁর স্ত্রী অসুস্থতার কারণে অন্যান্য কাজকর্ম ও ইবাদত পর্যন্ত করতে পারতেন না, তখনও তিনি তাঁর প্রতি যত্নশীল ও স্নেহপ্রবণ থাকতেন। তখনও তিনি তাঁর সবকিছুর প্রতি খেয়াল রেখে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করতেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা প্রদর্শনের এ এক সুন্দর নিদর্শন যাঁরা জীবনে দুজনে দুজনকে সাহায্য সহযোগিতা করে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে থাকেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা স্বামী আছেন, তাঁরা মহা নবীর জীবনের এই সুন্নাহ থেকে শিক্ষা লাভ করে একজন দৃষ্টান্তমূলক জীবনসঙ্গী হয়ে ওঠার সময় এখন।

দ্বিতীয়তঃ দয়া এবং ভদ্রতাঃ

আমাদের রাসুল (সঃ) সর্বদা তাঁর করুণা ও ভদ্রতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন বিশেষ করে ছোটদের প্রতি। যে কোন পরিস্থিতিতে তিনি কখনও কারো প্রতি রাগ করতেন না বা চট করে কাউকে বিচার করে একটা কিছু বলতেন

একদা আনাস ইবন মালিক (রাঃ) এর ১০ বছর বয়সে তাঁর মা তাঁকে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর খেদমতে পাঠালেন।। তিনি যখন সাবালক হলেন তখন একদিন তিনি স্মৃতিচারণ করে বলছিলেন, " আমি দশ বছর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সেবা করে এসেছি। কিন্তু কোন একদিনের জন্যও তিনি বিরক্ত হয়ে "উফ" শব্দটি উচ্চারণ করেন নি বা কখনো বলেননি, কেন এটা করেছ? বা কেন এটা করোনি? ইত্যাদি। (ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

আরেকদিন আমরা দেখেছি বাড়ীর বয়োকনিষ্ঠ ভৃত্যের সাথেও তিনি কতটা দয়ালু এবং ভদ্রতার সাথে আচরণ করতেন। আমাদের উচিত, পরিবারের প্রত্যেকের সাথে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করা। আমাদের বাড়ীর ভৃত্য যারা থাকেন, তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, তাদেরকে আত্ম-বিশ্বাসী হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত এবং কোন রকমের আবেগ বা হঠকারিতা দিয়ে কাউকে চট করে বিচার করা ঠিক না। আমাদের মধ্যে যারা বাবা, মুরুব্বী বা বয়সে বড়, আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমরাই হব আমাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে আদর্শ মানুষ।

<u>তৃতীয়তঃ বড়দের সম্মান করা</u>

আমাদের নবী করিম (সঃ) ছয় বছর বয়সে এতিম হয়ে যান। তাই তিনি সর্বদা যৌথ পরিবারের সদস্যদের যারা তাকে লালন পালন করেছেন তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাদের যত্ন নিতেন। এদের একজন হলেন আবু তালিব যিনি তার বড় হওয়ার সময় তাঁকে অনেক সাহায্য করেছেন। যদিও মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই কিন্তু সে বিষয়টি নবী করিম (সঃ) এর কাছে কোন ব্যাপার ছিল না তিনি কখনও তাঁকে জোরে কথা বলেন নি, কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করেন নি বা তাঁর চাচার প্রতি সম্মান দেখানোতে বাধা হয়ে দাঁড়ান নি।

এটা স্পষ্ট যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর যে জীবনাচরণের কথা আমরা জানলাম তা একটি হাদীসের সঙ্গে খুব মিলে যায় যেখানে বলা হয়েছে, " যে-ই তোমার ভাল করেছে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর"। (আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস) আর তরুণ প্রজন্মকে মনে করিয়ে দিতে চাই, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা। যদি কখনও আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয় তবে আমাদের সকল অহংকার ও ইগোগুলিকে একধারে সরিয়ে রেখে আমাদের উচিত ও সম্মান এবং সহানুভূতির চোখে সবকিছু দেখা উচিত।

জুম্মায় আগত আমাদের সম্মানিত মুসুল্লীবৃন্দ,

আমাদের নবী করিম (সঃ) দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, পরিবার হলো অনুপ্রেরণার মূল উৎস যা দ্বারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় ।আমাদের পরিবারের জন্য প্রতিটি ছোটখাটো কাজ যেন রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নাহ লাভ পরিপূর্ন করার পথের একটি ছোট ধাপ মাত্র। ।

এই রবিউল আউয়ালের মাউলদুররাসুলের জন্মমাসের সাথে আমি আজ আরেকটি হাদীস থেকে পাঠ করে এই বারের মত আমি খুতবা শেষ করব ইনশাল্লাহ। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

এটা বলা হয় যে কোরান শরীফ থেকে তিলাওয়াতকারীকে শেষ বিচারের দিনে বলা হবে, আপনি কোরান তিলওয়াত করতে থাকুন, আর ধাপে ধাপে বেহেশতের একটি স্তর থেকে অন্য উচ্চস্তরে উঠে আসুন এবং আপনার তেলওয়াতকে আরো সুন্দর করুন যেভাবে আপনি আপনার পৃথিবীর জীবনটাকে সুন্দর করেছিলেন। মূলতঃ এই দুনিয়াতে এবং পরকালে আমাদের জীবনের সর্বশেষ অবস্থান কোথায় কেমন হবে, তা নির্ভর করবে আপনি সর্বশেষে কোন আয়াতটি পাঠ করেছেন"।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.